দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 FEB 1989
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

03

শিক্ষাঙ্গন

উচ্চতর কৃষি শিক্ষা পরিস্থিতি

কৃষি শিক্ষার ক্ষেত্রে সেশনজট ও বেকারত্বের চাপ কৃষি বিষয়ে শিক্ষাতর মেধাবী তরুণ-তরুণীদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হচ্ছে— যা কৃষি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করছে। কৃষিই যে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি— সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না— তাছাড়া যেহেতু কৃষি একটি প্রায়োগিক বিজ্ঞান— তাই এর আধুনিক শিক্ষার গুরুত্বও অপরিসীম। যেহেতু আমাদের জমি সীমিত তাই সুষ্ঠু আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই দরকার প্রয়োজনীয় কৃষি বিজ্ঞানী। অথচ অত্যন্ত দুঃখের হলেও সত্য যে, কৃষি ও কৃষি শিক্ষার প্রতি কর্তৃপক্ষের রয়েছে চরম অবহেলা। যেখানে চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৯টি সেখানে কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্নাতক পর্যায়ে ৪টি (বিশ্ববিদ্যালয়সহ)। তাছাড়া এ প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে বছরে চিকিৎসকদের অর্ধেকসংখ্যক কৃষিবিদ পাস করে বের হচ্ছেন। তাছাড়া কৃষি শিক্ষার এসব প্রতিষ্ঠান নানা সমস্যায় জর্জরিত।

সেশনজটতো আছেই। চার বছরের স্নাতক কৃষি (সম্মান) কোর্স শেষ করতে সময় লাগে ৭ বছর। তারপরও রয়েছে নানা রকম আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। তাছাড়া কারিগরি বৃত্তি ১০০ টাকা যা দুইযুগ পূর্বে দেয়া হতো, এখনও তা-ই বহাল আছে। অথচ দ্রব্যমূল্যসহ ছাত্র বেতন, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বেতন দ্বিগুণ হয়েছে কিন্তু বাড়েনি ছাত্রদের বৃত্তির টাকা। তারপরও পাস করে বসে থাকতে হচ্ছে চাকরির আশায়। একদিকে উচ্চশিক্ষিত কৃষিবিদদের বেকার রেখে অন্যদিকে তাদের স্থলে এসএসসি পাস (দু'বছর ট্রেনিংপ্রাপ্ত) কর্মচারীদের নিয়োগের বিষয়টি মর্মান্তিক।

কর্তৃপক্ষের ভুল সিদ্ধান্তের ফলে শুধু কৃষি উৎপাদনই ব্যাহত হচ্ছে না বরং কোন কোন ক্ষেত্রে ভুল শিক্ষার ফলে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ও কৃষিবিদদের প্রতি জনগণ আস্থা হারিয়ে ফেলছে। দেশে উচ্চতর কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারও উৎপাদনে স্থবিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তাই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষকের উন্নতি ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি প্রসারের লক্ষ্যে কৃষি শিক্ষার সব সমস্যা দ্রুত বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

—মোঃ রফিকুল ইসলাম শামীম